খসড়া

বিল নং.... ২০২৬

বিল

যেহেতু দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সুসংহতকরণ এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রাখিবার লক্ষ্যে The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXV of 1979) এর অধীন গঠিত Rapid Action Battalion বিলুপ্ত করিয়া স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) নামে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, উহার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–

(১) এই আইন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) 'অধস্তন কর্মকর্তা' অর্থ সাব-ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং এই ইউনিটে কর্মরত অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীর সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(খ) 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি' অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত কমিটি;
(গ) 'আটক' অর্থ এমন অবস্থা যেখানে এই আইনের অধীন গঠিত ইউনিটের কোনো সদস্যকে ইউনিটের তাঁবু, ক্যাম্প বা ব্যারাকে নজরদারির আওতাভুক্ত রেখে শর্তসাপেক্ষে সীমিত চলাফেরা করতে দেওয়া;
(ঘ) 'আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারী' অর্থ ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা ব্যতীত শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য কোনো সদস্য বা সংস্থার কোনো কর্মচারী বা ইউনিটে কর্মরত সিভিল কোন সদস্য;
(ঙ) 'ইউনিট' অর্থ এই আইন অনুসারে গঠিত স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন;
(চ) 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা' অর্থ সহকারী পুলিশ সুপার এবং তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং ইউনিটে কর্মরত শৃঙ্খলা বাহিনীর বা অন্য সংস্থার সমপদমর্যাদা ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা;
(ছ) 'কর্মকর্তা' অর্থ ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মকর্তা;
(জ) 'ক্যাম্প' অর্থ নিজ কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় মোতায়েনকৃত ইউনিট;
(ঝ) 'কোম্পানি' অর্থ কতিপয় প্লাটুন ও কমান্ডারের সমন্বয়ে গঠিত কোনো কোম্পানি;
(ঞ) 'গ্রেফতার' অর্থ The Code of Criminal Procedure.1898 (Act No. V of 1898) এবং প্রযোজ্য আইনের অধীনে কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ হেফাজতে গ্রহণ;
(ট) 'জনবল প্রেরণকারী বাহিনী বা সংস্থা' অর্থ যেই সকল শৃঙ্খলা বাহিনী বা সংস্থা হইতে সদস্য মনোনয়ন বা প্রেষণের মাধ্যমে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন গঠন করা হইবে;

(ঠ) 'তদন্ত' অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 4(i) এ সংজ্ঞায়িত Investigation;

(ড) 'দেওয়ানি কার্যবিধি' অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. V of 1908);

(ঢ) 'পুলিশ বাহিনী' অর্থ The Police Act, 1861 (Act no. V of 1861) এর অধীন গঠিত বাহিনী;

(ণ) 'পুলিশ মহাপরিদর্শক' অর্থ The Police Act, 1861 (Act No. V of 1861) এর অধীন নিযুক্ত Inspector General of Police;

(ত) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(থ) 'প্লাটুন' অর্থ কতিপয় সেকশন সমন্বয়ে গঠিত কোনো প্লাটুন;

(দ) 'ফৌজদারি কার্যবিধি' অর্থ The Code of Criminal Procedure,1898 (Act No. V of 1898);

(ধ) 'ব্যাটালিয়ন' অর্থ কতিপয় কোম্পানি ও কমান্ডারের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটালিয়ন;

(ন) 'মহাপরিচালক' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিযুক্ত মহাপরিচালক;

(প) 'শৃঙ্খলা বাহিনী' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ অনুসারে শৃঙ্খলা বাহিনী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে শৃঙ্খলা বাহিনী;

(ফ) 'সন্ত্রাসী কার্য' অর্থ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এবং সরকার কর্তৃক বিদ্যমান অথবা জারিকৃত অন্যান্য আইনে উল্লিখিত সন্ত্রাসী কার্য; এবং

(ব) 'সেকশন' অর্থ ইউনিটের ক্ষুদ্র কোনো দলের সমন্বয়ে গঠিত সেকশন।

৩। আইনের প্রাধান্য।—

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউনিট প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি

৪। প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি।—

(১) বাংলাদেশ পুলিশের অধীন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে বাংলাদেশ পুলিশ এবং শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদায়ন অথবা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে এই ইউনিট গঠিত হইবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, তদকর্তৃক নির্ধারিত হারে-

(ক) শৃঙ্খলা-বাহিনীর সম্পর্কিত আইন সাপেক্ষে, কোনো সদস্যকে, নির্ধারিত শর্তাধীনে এই ইউনিটের চাকরিতে প্রেষণে নিযুক্ত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করিতে পারিবে; এবং

(খ) প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ সম্পর্কিত আইন সাপেক্ষে, কোনো সদস্যকে, নির্ধারিত শর্তাধীনে এই ইউনিটের চাকরিতে প্রেষণে নিযুক্ত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত ব্যক্তি ন্যূনতম ০২ (দুই) বছর মেয়াদে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত বা পদায়ন হইবেন;

CamScanner

(৫) মহাপরিচালক প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশ হতে পদায়নকৃত অথবা শৃঙ্খলা বাহিনী হতে প্রেষণে নিয়োজিত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত কর্মকর্তা বা আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারীকে প্রেরণকারী সংস্থায় ফেরত পাঠানোর জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শকের মাধ্যমে সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন; এবং

(৬) ইউনিটের কর্মকর্তা বা আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারীদের পদবিন্যাস, নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকরির শর্তাবলি এ আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। ইউনিটের প্রতীক, পতাকা ও পোশাক।–

এই ইউনিটের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রতীক, পতাকা ও সুনির্দিষ্ট পোশাক থাকিবে।

৬। ইউনিটের কার্যালয়।–

(১) ইউনিটের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকিবে, এবং

(২) প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো স্থানে অধীনস্থ ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করা যাইবে।

৭। মহাপরিচালক।–

(১) ইউনিটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

২) মহাপরিচালক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইউনিটের নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারীর সদস্যদের সমন্বয়ে ব্যাটালিয়ন, কোম্পানি, প্লাটুন ও সেকশনে শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবেন;

(৩) মহাপরিচালক ইউনিটের প্রশাসনিক, আর্থিক ও অপারেশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন; এবং

(৪) মহাপরিচালক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ও অপারেশনাল কাজে পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনী ও সংস্থার সমন্বয় কাজে সহায়তা করিবেন।

৮। ইউনিটের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা।–

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা পুলিশ মহাপরিদর্শক এর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে মহাপরিচালকের আদেশ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

৯। মহাপরিচালকের নির্দেশনা জারির ক্ষমতা।–

সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদন এবং ইউনিট পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে নির্দেশনাবলি জারি করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ইউনিটের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১০। ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।–

ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা;

(খ) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ;

(গ) বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার;

(ঘ) মাদকদ্রব্য উদ্ধার;

(ঙ) সাইবার অপরাধ দমন;

(চ) মানবপাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন;

CamScanner

(ছ) নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, পাচাররোধ, অপহরণসহ মানবতাবিরোধী কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমন, গুম, খুন, ভূমি দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা;

(ঞ) আদালত, সরকার এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মামলা দায়ের ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি।

১১। অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন।—

এই আইন, বিধি, প্রবিধান অথবা সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা সাপেক্ষে, ইউনিটের সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ, বহন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

১২। প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা।—

(১) ফৌজদারি কার্যবিধি ও প্রচলিত অন্যান্য আইন প্রতিপালন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা এই ইউনিটের থাকিবে-

(ক) মাদক, অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদির রক্ষিত স্থান, সন্ত্রাসী সংগঠন বা আশ্রয়স্থল কিংবা সন্দেহজনক স্থান;

(খ) কাউকে সন্ত্রাসী কার্য, মানবপাচার, সংঘবদ্ধ অপরাধ বা আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত সন্দেহ;

(গ) অবৈধ অস্ত্র বা সাইবার অপরাধ কিংবা সন্ত্রাসী কর্মে ব্যবহৃত উপাদান লুকানো স্থানে; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোন অপরাধ।

(২) আদালত, সরকার এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক ইউনিটের কোনো সদস্যকে অপরাধস্থল বা অপরাধীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে কার্যকর যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ।—

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন তল্লাশি, আটক, জব্দকরণ ও গ্রেফতার করিবার ক্ষেত্রে ইউনিটের একজন কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার ও দায় থাকিবে।

১৪। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সোপর্দ ও আলামত হস্তান্তর।—

এই ইউনিটের কোনো সদস্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা কোনো আলামত জব্দ করিলে, ফৌজদারি কার্যবিধি এর বিধান পালন সাপেক্ষে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা জব্দকৃত আলামত অনতিবিলম্বে নিকটবর্তী থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ বা হস্তান্তর করিবেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
ফৌজদারি অপরাধ তদন্ত ও কার্যক্রম

১৫। ফৌজদারি অপরাধ তদন্ত।—

(১) আদালত, সরকার বা পুলিশ মহাপরিদর্শক যেকোনো সময় ইউনিটের মহাপরিচালককে কোনো ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(২) মহাপরিচালক, তাহার অধীন কর্মরত পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোনো সদস্যকে উক্তরূপ ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন;

(৩) তদন্তকালে ফৌজদারি কার্যবিধি, পুলিশ রেগুলেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

CamScanner

(৪) এই আইনের অধীন সুষ্ঠু তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকিবে এবং জব্দকৃত মালামাল আদালতের আদেশমতে বা সরকারের বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৬। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্যতা।—

এ আইনের যে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই সেক্ষেত্রে অপরাধের তদন্ত, বিচার, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেফতার, ফরেনসিক পরীক্ষা, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
শৃঙ্খলা ও আচরণ

১৭। ইউনিটের সদস্য কর্তৃক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন।—

ইউনিটে প্রেষণে নিযুক্ত বা পদায়িত কোনো সদস্য যদি বেআইনি বা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ করেন, তজ্জন্য এ আইনের ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যদি কোনো সদস্য-

(ক) কর্তব্য পালনকালে মাতাল বা নেশাগ্রস্থ থাকেন;

(খ) ইউনিটের কোনো কর্মরত সদস্যকে আঘাত করেন বা সদস্যের উপর বল প্রয়োগ করেন বা চেষ্টা করেন কিংবা অসদাচরণ করেন;

(গ) কোনো গার্ড, চৌকি বা পেট্রোলে নিযুক্ত হইয়া ছুটি কিংবা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে উহা পরিত্যাগ করেন বা ছাড়িয়া চলিয়া যান;

(ঘ) গ্রেফতার কিংবা আটক থাকিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুক্তি না দেওয়া সত্ত্বেও গ্রেফতার বা আটকাবস্থা হইতে পালাইয়া যান;

(ঙ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসম্মত আদেশ অমান্য করেন বা অবাধ্যতা প্রকাশ করেন বা অশোভন আচরণ প্রদর্শন করেন;

(চ) আইনসংগত কোন কাজ করিতে অস্বীকার করেন;

(ছ) কোনো চৌকি বা কুচকাওয়াজে অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্বে থাকিয়া তাহার অধীনস্থ কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তিকে মারপিট করা বা অন্য কোনোভাবে দুর্ব্যবহার, বা নির্যাতন করিবার কিংবা কোনো দাঙ্গা বা অনধিকার প্রবেশ করিবার অভিযোগ পাইয়া অভিযোগের সত্যতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে যথাসম্ভব আইনানুগ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিতে অবহেলা করেন;

(জ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলাজনিত কারণে তাহার অস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাতিয়ার, সাজ-সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, সাঁজোয়া যানবাহন প্রয়োজনীয় অন্য কোনো জিনিস বা তাহার হেফাজতে প্রদত্ত অন্য কোনো বস্তুর ক্ষতি সাধন করেন, হারাইয়া ফেলেন বা প্রতারণামূলকভাবে পরিত্যাগ করেন;

(ঝ) কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অসুস্থতার ভান করেন, ছল-চাতুরী করেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্থতা অর্জনে বিলম্ব ঘটান বা অসুস্থতা বাড়াইয়া তোলেন;

(ঞ) কর্তব্য পালন না করিবার উদ্দেশ্যে শারীরিকভাবে অক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজ দেহে বা অপর কাহারো দেহে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেন;

(ট) বলপূর্বক অর্থ আদায় করেন কিংবা কোনো আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অন্যায়ভাবে কাহারো যানবাহন ব্যবহার করেন বা কোনো সেবা আদায় করেন;

CamScanner

(ঠ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলাজনিত কারণে জনস্বার্থে ব্যবহৃত ঘোড়া, কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণীকে মারিয়া ফেলেন বা আহত করেন বা এইরূপ অপরাধের আলামত নষ্ট করিয়া ফেলেন বা উহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করেন বা হারাইয়া ফেলেন;

(ড) যেকোনো ধরনের সম্পদ চুরি করেন বা ধ্বংস করেন বা ক্ষতিগ্রস্ত করেন;

(ঢ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলাজনিত কারণে কোনো অপরাধীকে আটক করিতে ব্যর্থ হন;

(ণ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলাজনিত কারণে কোনো দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হন;

(ত) জুয়া, অবৈধ মাদকদ্রব্য, নৈতিক স্খলনের সাথে জড়িত থাকেন।

(থ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো বিধান পালন করিতে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেন বা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ করেন বা বৈধ কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকেন; এবং

(দ) এ আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো অপরাধ করেন।

১৮। ইউনিটের সদস্যকে আটক।—

যদি ইউনিটের কোনো সদস্য কর্তৃক ধারা ১৭ এ বর্ণিত কোনো শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হয় বা লঙ্ঘনের আশংকা রহিয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তাহা হইলে অধিনায়ক, কোম্পানি অধিনায়ক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত সদস্যকে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আটক করিতে পারিবেন-

(ক) আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তাকে দ্রুত দায়িত্ব অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে;

(খ) আটককৃত সদস্যকে লিখিতভাবে কারণ অবহিত করিতে হইবে;

(গ) নির্ধারিত সময়ে অনুসন্ধান শুরু করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে অভিযোগ গঠন করিতে হইবে;

(ঘ) প্রাথমিক প্রমাণ না থাকলে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে; এবং

(ঙ) ইউনিটের আটককৃত সদস্য পনের (১৫) দিনের বেশি আটক থাকিলে সাত (০৭) দিন পর পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

১৯। প্রাক-তদন্ত, ইত্যাদি।—

(১) ইউনিটের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে ধারা ১৭ এ বর্ণিত কোনো শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের তথ্য পাওয়া গেলে কিংবা অন্য কোনোভাবে অবহিত হইলে, মহাপরিচালক নিজে কিংবা অধীনস্থ কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগটি তদন্ত করিবেন বা করাইবেন;

(২) এইরূপ তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে, মহাপরিচালক উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহার নিয়োগকারী সংস্থা বা মাতৃ ইউনিটের নিকট প্রতিবেদনসহ তাহাকে ফেরত পাঠাইবেন; এবং

(৩) এই ধারার অধীন তদন্তের পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। পলাতক সদস্যের গ্রেফতার।—

ইউনিটের কোনো সদস্য এই আইনে বর্ণিত শৃঙ্খলা লঙ্ঘন অথবা অন্য কোনো ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন করিয়া পলায়ন করিলে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করিবার জন্য উক্ত পলাতক সদস্যের স্থায়ী অথবা বর্তমান বাসস্থান যেই থানায় অবস্থিত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনুরোধ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারিকৃত পরোয়ানা হিসেবে গণ্য করিয়া পলাতক সদস্যকে উক্ত ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করিবেন।

CamScanner

২১। ইউনিটের সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অন্যান্য শৃঙ্খলা লঙ্ঘন।–
এই আইনে বর্ণিত শৃঙ্খলা ও আচরণ ব্যতীত ইউনিটের সদস্য কর্তৃক অন্য কোন শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হইলে উহার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১) সরকার, পুলিশ মহাপরিদর্শক ও মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, ইউনিটের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রেষণে নিযুক্ত ও পদায়িত সকল সংস্থার সদস্যদের আচরণ ও শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একক ও অভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) এর ধারা ১৪ এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারিকৃত র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (কোর্ট পদ্ধতি ও বিভাগীয় কার্যধারা) বিধিমালা, ২০০৫ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন ইত্যাদি

২২। অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি।–
(১) ইউনিটের সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগ এবং ইউনিটের সদস্যদের অভ্যন্তরীন সংক্ষোভ সুষ্ঠু সমাধান করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠিত হইবে, যথা-
(ক) ইউনিটের একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন,
(খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
(গ) পুলিশ অধিদপ্তর এর অন্যূন এআইজি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঘ) পরিচালক (লিগ্যাল ও মিডিয়া), যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন; এবং
(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার, আইন বা বিচার প্রশাসন বিষয়ে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন ব্যক্তি।
(২) অভিযোগ প্রতিকার কমিটি কোনো নাগরিকের অভিযোগ বা বাহিনীর সদস্যের সংক্ষোভ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবেন:-
(ক) কোনো নাগরিকের অভিযোগ বা সংক্ষোভ নিরসনে নিজ উদ্যোগে বিভাগীয় কার্যপদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিতে পারিবে;
(খ) প্রয়োজনে, নাগরিকের অভিযোগ বা সংক্ষোভ নিরসনে নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুসন্ধান দল গঠনপূর্বক বিভাগীয় কার্যপদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিতে পারিবে;
(গ) অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে;
(ঘ) ইউনিটের কার্যক্রমে বিধিবহির্ভূত প্রভাব, পদোন্নতি, পদায়ন, বিভাগীয় শাস্তি, হয়রানি বা অন্যায্য আচরণ ইত্যাদি সংক্রান্তে সংক্ষোভ নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে;
(ঙ) ইউনিটের আইনানুগ কার্যক্রমে কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বা বিধি-বহির্ভূত ও অযাচিত প্রভাব বিস্তার করিলে এবং অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা সত্ত্বার বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নিরূপণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে; এবং

CamScanner

(৮) নাগরিকদের অভিযোগ বা বাহিনীর সদস্যের সংশ্লিষ্ট নিরসন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) অভিযোগ প্রতিকার কমিটি কর্তৃক কোনো অভিযোগ অনুসন্ধান করিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী ও দলিল উপস্থাপনের বিষয়ে উহার দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ এখতিয়ার থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়
প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

২৩। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম।–

(১) ইউনিটের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তা ও আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারীদের ইউনিটে যোগদানের পর নির্ধারিত মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ইউনিটের সদর দপ্তরে একটি গবেষণা ইউনিট থাকিবে, যাহা অপারেশনাল ও তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করিবে।

(৩) গবেষণা ইউনিটের কর্মপরিধি, পরামর্শক সেবা ও অন্যান্য বিষয়াবলি এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

২৪। ক্ষমতা অর্পণ।–

সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইন, এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা ইউনিটের উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–

সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।–

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Armed Police Battalions (Amendment) Act, 2003 (২০০৩ সালের ২৮ নম্বর আইন) দ্বারা Rapid Action Battalion গঠনের বিষয়ে The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXV of 1979) এর যে সকল বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল সেই সকল বিধান রহিত হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো বিধিমালা জারি না হওয়া পর্যন্ত The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) এর ধারা ১৪ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারিকৃত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (কোর্ট পদ্ধতি ও বিভাগীয় কার্যধারা) বিধিমালা, ২০০৫ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধিমালা বহাল থাকিবে।

(৩) উক্ত Ordinance এর অধীন Rapid Action Battalion এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, দায়, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত সম্পত্তিতে যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল দলিল এই আইনের অধীন গঠিত স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর নিকট তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হইবে।

(৪) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান, কোনো চুক্তি, আইনগত দলিল বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Rapid Action Battalion এর সকল কর্মকর্তা ও আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারী এই আইনের অধীন স্পেশাল

রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর সদস্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত রহিয়াছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৫) উক্ত আইনের অধীন Rapid Action Battalion এর সকল দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে এই আইনের অধীন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান বা আদেশ যাহা উক্ত আইন রহিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশ দ্বারা রহিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলির পরিপন্থি না হয় ততদূর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৭) উক্ত আইনের অধীন কৃত কোনো কর্ম বা জারিকৃত কোনো আদেশ, বিভাগীয় কার্যধারা, ইউনিটের কোনো সদস্যের উপর গৃহীত কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বা Rapid Action Battalion এর আদালতের কার্যধারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন জারিকৃত ও গৃহীত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উক্ত আইনের অধীন কোনো Rapid Action Battalion এর সদস্যের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

২৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।–

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

Key

মাসফিকা হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

C:\Users\RAB-1\Desktop\Meeting\Final Draft.docx

CamScanner